বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে ফর্ম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ফর্ম সংগ্রহ করতে নাজেহাল হয়ে যান দুর্গাপুর নগর নিগমের ৯ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। একই অবস্থা হয় দুর্গাপুর পুরনিগমের বিভিন্ন প্রকল্পের ফর্ম সংগ্রহ করতে। বদলে গিয়েছে ছবিটা। এখন থেকে ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের আর রাজ্যসরকার বা পুরসভার বিভিন্ন প্রকল্পের ফর্ম সংগ্রহ করতে আর দপ্তরে দপ্তরে ছোটাছুটি করতে হবে না। ঘরে বসে থেকেই মিলবে সরকারি প্রকল্পের বিভিন্ন আবেদনপত্র। ৯নং ওয়ার্ডের তৃণমূল ওয়ার্ড সভাপতি জয়ন্ত রক্ষিত বলেন, তিনি দেখেছেন একটা ফর্মের জন্য কি কষ্ট করতে হয় তাঁর এলাকার বাসিন্দাদের। তাই তিনি একটি কর্মসূচি নিয়েছেন যাতে ঘরে বসেই সাধারণ মানুষ রাজ্য সরকার এবং পুরসভার বিভিন্ন প্রকল্পের ফর্ম হাতে হাতে পেয়ে যান বলে জানান ৯ ওয়ার্ডের সভাপতি জয়ন্ত রক্ষিত। আর এটা শুধু মুখের কথা নয় কাজেও শুরু করে দিয়েছে শাসকদল।

রবিবার বোরো চেয়ারম্যান রিনা চৌধুরীকে সাথে নিয়ে ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি বিভিন্ন প্রকল্পের ফর্ম বিলি করা হয় বলে জানান শাসকদলের এই নেতা। স্থানীয় বাসিন্দারা খুশি শাসকদলের এই কর্মসূচিতে।

শুক্রবারে চালু হবে কুনুর সেতু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দিন পনেরোর মধ্যেই সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে চালু হয়ে যাবে কাঁকসার কুনুর সেতু দিয়ে যাতায়াত। কিন্তু ১৫ দিন পার হয়ে গেলেও চালু হয়নি কুনুর সেতু দিয়ে যাতায়াত। উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান সড়ক পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক। আর এই রাজ্যসড়কের উপর রয়েছে কুনুর নদীর উপর সেতু। কুনুর সেতু অতিদুর্বল হয়ে যাওয়ায় সেতুর সংস্কারের কাজ শুরু হয় দিন পনেরো আগে। অভিযোগ ওঠে এক অনভিজ্ঞ ঠিকাদারকে পূর্ত দপ্তর দায়িত্ব দেয় সেতু সংস্কারের। এই ঠিকাদার সংস্থার এরকম কঠিন কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না বলে অভিযোগ ওঠে। কুনুর সেতুর উপরের অংশের ফাটল-সহ একাধিক রেলিং ভেঙে যাওয়ার থেকেও সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সেতুর নিচের অংশে ঢালাই-এর তলা থেকে মাটি আর বালি সরে যায় বালিমাফিয়াদের অবৈধভাবে বালি তোলার জন্য বলে অভিযোগ। আশঙ্কা ভারী যান চলাচল করলে যেকোন সময় ভেঙে পড়তে পারে সেতু। সেতু সংস্কার শুরু হওয়ার পরে কুনুর সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঝুঁকি নিয়ে শুধু বাস পারাপার করতে থাকে। কাঁকসার বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, সোমবার দুপুরে তিনি কুনুর সেতু পরিদর্শনে যান। কাজ চলছে জোরকদমে। বিডিও জানান, শুক্রবারের মধ্যে কুনুর সেতু দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে। বিডিও বলেন, কুনুর সেতু দিয়ে যান চলাচল শুরু হলেই শিবপুর রোড দিয়ে যানের চাপ কমে যাবে। এর আগে কলকাতা থেকে পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা আসেন কুনুর সেতুর কাজ পরিদর্শনে। সূত্রের খবর, ঠিকাদারের কাজ দেখে তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কুনুর সেতুর যা অবস্থা তাতে এভাবে সংস্কার করলে কোন লাভ হবে না। কুনুর সেতু যেভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছে তাতে পিলার দিয়ে সেতু ধরে রাখা যাবে না গার্ডার দিতে হবে বলে কলকাতার পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের মত বলে সূত্রের খবর। গার্ডার দিয়ে সেতু সংস্কার না করলে ভারি যান চলাচলের ফলে সেতু ভেঙে পড়তে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। কাঁকসার বিডিওকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সেতু দিয়ে যান চলাচল শুরু করা হবে তবে সেতুর সংস্কারের কাজ চলবে নিয়ম মেনে।

সারমেয়র ট্যালেন্ট প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ পলতা রেলস্টেশন রোড সংলগ্ন নেতাজী সংঘের মাঠে ডগ লাভারস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সারমেয় (কুকুর)-র ট্যালেন্ট প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সুনীল সিং, অজয় চক্রবর্তী, সমাজসেবী কাজল চন্দ, কৌশিক দত্ত, সুরজিৎ ঘোষ, মধুমিতা দত্ত সমাদ্দার-সহ অনেকে।

এদিন এক একটি সারমেয়র প্রতিটি অতিথি এবং প্রধান অতিথির স্যালুট এবং ফুলের স্তবক দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন। ডোনা, ব্রাসা, পেপসি, টাইসন প্রমুখরা তাদের প্রদর্শনী করে দেখায়। সারমেয়দের আগামী দিনে আরো প্রশিক্ষণ দিয়ে নিরাপত্তার কাজে যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন এদিনকার উদ্যোক্তারা। পথসারমেয়দেরও বিষয়টি নিয়ে তাঁরা অনেক কিছু ভালো কাজ করবেন বলে জানিয়ে দেন এদিনকার সভা থেকে। ছোট বড়ো মিলিয়ে মোট ৪৫টি সারমেয় এদিনকার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিল। এই ধরণের প্রদর্শনীতে এলাকার উৎসাহ-উদ্দীপণা মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস চৌধুরীও জানিয়েছেন যে, মানুষের মত এইসব সারমেয়রাও অনেকটাই উপকার করতে পারে আমাদের। সঞ্চালক ছিলেন গোলক সাহা।

তিনি জানিয়েছেন যে, এই সমস্ত সারমেয়রা ভীষণভাবে শনাক্তকরণ করতে পারে যেকোন বিষয়ের উপরে। এদিন ফায়ার জাম্পিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের পতাকাও এনেছিল এইসব সারমেয়গুলি। তারা এক একটি দেশের এক একটি পতাকা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন সঞ্চালকের কথা মত। আমেরিকা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, কিউবা, চিন প্রভৃতি দেশের পতাকা লাগানো হয়েছিল। এক একটি দেশের নাম বলতেই সারমেয়গুলো সেই দেশের পতাকা নিয়ে হাজির হয়েছিল দর্শকদের সামনে। সারমেয়র ঘ্রাণশক্তি এবং প্রতিভা যথেষ্ট উন্নতমানের বলে জানা গিয়েছে এদিনকার প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে।

আসানসোলে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ রবিবার গভীর রাতে আসানসোলের ইসমাইল অঞ্চলের সহযোগী নগরে মুকেশ কুমারের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। মুকেশবাবুর বক্তব্য অনুসারে, রাত্রি দুটো নাগাদ ৬ জন দুষ্কৃতীর দল মুখে কাপড় বেঁধে ঘরে ঢুকে পড়ে। পেশায় রেলকর্মী মুকেশবাবুর বাড়িতে মা, বৌ, শ্যালক ও শাশুড়ি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে হাত পা বেঁধে মুকেশবাবুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আলমারির তালা খুলে দিতে বলে ডাকাতেরা। চিৎকার করলে প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়। সোনার গহনা-সহ নগদ লক্ষাধিক টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পড়ে। হীরাপুর থানার অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে বলে খবর। সোমবার সকালে মুকেশবাবু বলেন, স্ত্রী কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। রাতে হঠাৎ আওয়াজ শুনতে পাই, উঠে দেখি দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢুকে পড়েছে। সবাইকে বন্ধুক দেখিয়ে আলমারির চাবি চায়। না দিলে মারধরের হুমকি দেয়। তারা সব কিছু লুঠ করে নিয়ে গেছে।

অন্ধ্রে কাজে গিয়ে রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ফের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে এই রাজ্যের এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। মৃতের নাম সম্রাট তুড়ি (১৯)। তার বাড়ি মেমারির দলুই বাজার এলাকায়। অন্ধ্রপ্রদেশে রাজমিস্ত্রীর কাজে ওই যুবক গিয়েছিল। শেষবার বৃহস্পতিবার সম্রাট তার বাড়িতে ফোন করেছিল। শুক্রবার দিন তার বাড়ির লোক খবর পায় ডায়ারিয়াতে আক্রান্ত হয়ে সম্রাট মারা গেছে। কি কারণে সম্রাটের মৃত্যু হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে সম্রাটের পরিবারে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে মেমারির দলুই বাজার থেকে ৯-১০ জন ছেলে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়াতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে গিয়েছিল। এদিকে সম্রাটের মৃত্যুর খবর গ্রামবাসীরা কেউই মেনে নিতে পারছেন না। তার পরিবারের সদস্যারা জানায়, গত বৃহস্পতিবার বাড়িতে ফোন করে সম্রাট পরিবারের সবার সঙ্গে কথা বলেছিল। শারীরিক অসুস্থতার কোন কথাই সে জানায়নি। অথচ বিজয়ওয়ারা থেকে শুক্রবার বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সম্রাট সেখানে মারা গেছে। পরিবার সদস্যরা জানান, ফোনে আরো জানানো হয় সম্রাট ছাড়াও সেখানে কাজ করতে যাওয়া আরোও একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই কারণে অসুস্থ হয়ে একজন সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি আছে। মৃত্যুর ঘটনার পুরোটাই রহস্যে মোড়া বলে অভিযোগ তুলেছে সম্রাটের পরিবার। বিহারে কাজে গিয়ে খুন হতে হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের পাইকপাড়ার যুবক উদয় দাস এবং হুগলির তারকেশ্বরের যুবক অভিমন্যু বেরা ও ইন্দ্রজিৎ জানাকে। সম্রাটের পরিবার পরিজনের অভিযোগ, একইভাবে বিজয়ওয়ারাতে সম্রাটেরও মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। এদিন ঘটনার প্রতিবাদে জিটি রোড অবরোধ করে স্থানীয়রা। পরে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। সম্রাটের পরিবারের পরিজনেরা এদিন দেহ আনতে বিজয়ওয়াড়া রওনা দিয়েছেন।

শুরু কুয়ো সংস্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গত এক বছর ধরে ৫০টি পরিবারের মেলেনি পানীয় জল আইনস্টাইন-জেসি বোস বস্তিতে। দূরদূরান্ত থেকে বয়ে নিয়ে আসতে হত জল। দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর ভিতর এই বস্তিতে পানীয় জলের সমস্যা চরমে ওঠে গ্রীষ্মকালে। পুরভোটের আগে প্রচারে বেড়িয়ে তৃণমূলপ্রার্থীর কাছে বস্তিবাসীরা চেয়েছিল পানীয় জলের সংস্থান। তৃণমূলের মহিলা কাউন্সিলার ধৃতি জালান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন। ধৃতি জালান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি এলাকাবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জলের সমস্যা মেটানোই তাঁর প্রধান কাজ হবে। এদিন থেকে এলাকার কুয়োর সংস্কারের কাজ শুরু হল বলে জানান এই কাউন্সিলার। এলাকাবাসী খুশি।

একদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ সোমবার মঙ্গলকোট শিমুলিয়া চটিতে নকআউট টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ মুন্সি রেজাউল করিম, কৈচর ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার সৈকত মণ্ডল-সহ অনেকে। মোট আটটি দল এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছিল। স্থানীয় ন্যাশানাল ক্লাবের উদ্যোগে এই নকআউট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে ধরাই উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন অপূর্ব চৌধুরী।

পুলিশের উদ্যোগে ফুটবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে সোমবার এক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ-এর প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় কাঁকসা পুলিশের উদ্যোগে। কাঁকসা থানার অন্তর্গত আটটি ক্লাবের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা যায় ব্লকের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে।

গঙ্গায় মাটি কাটতে গিয়ে নিখোঁজ ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ সোমবার ভোরবেলা অবৈধভাবে মাটি কেটে পালানোর সময় ভাগীরথিতে তলিয়ে গেল ২ শ্রমিক। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা ওই তলিয়ে যাওয়া ২ শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করতে পারেননি। জানা গেছে, তলিয়ে যাওয়া ২ শ্রমিকের নাম আসাদুল মোল্লা ও মিঠুন ঘোষ। দুজনেরই বাড়ি নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত মেদিয়াপাড়ায়। এদিন তাঁরা অবৈধভাবে মাটি কাটছিল। পুলিশের তাড়া খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এইসমস্ত শ্রমিকেরা। আসাদুল ও মিঠুন যে নৌকায় ছিল সেই নৌকায় মোট ৯ জন শ্রমিক ছিল। এদের মধ্যে ৭ জন শ্রমিক নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পাড়ে ফিরে এলেও এই ২ জন শ্রমিক পাড়ে ফিরে আসতে পারেননি।

বাড়ির লোকেরা জানায়, আর্থিক সংকটের জন্য তাঁরা এই কাজ করছিল। রবিবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারা রাত মাটি কাটার পরে সোমবার ভোরে বাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল। অবৈধভাবে মাটি কাটায় পুলিশি অভিযানের ফলে এই দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

স্কুলের মাঠে বিয়ে, বন্ধ স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের অমরাবতী জুনিয়ার স্কুলের প্রাঙ্গণে রবিবার বিয়েবাড়ির জমাটি অনুষ্ঠানের কারণে সোমবার স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ থাকলো। কে বা কারা এই স্কুলমাঠকে বিয়েবাড়ির জন্য ভাড়া দিয়েছে তা অজানা স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা-সহ সবার বলে দাবি। শনিবার স্কুল হওয়ার পরে স্কুল বন্ধ হয়। রবিবার এই জুনিয়ার স্কুলের মাঠেই প্যান্ডেল খাটিয়ে বিয়েবাড়ির জমাটি খাওয়া- দাওয়ার আসর বসে। স্থানীয় নারায়ণ বালা নামক এক ব্যক্তির আত্মীয়ের বিবাহ ছিল। রবিবার স্কুলমাঠেই সেই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সোমবার সকালে স্কুলে পড়ুয়া এবং শিক্ষিকারা এসে দেখেন প্যান্ডেল খুলছেন। মাঠের চারিদিকে লোহার পেরেক পড়ে। মাঠেই মদের ভাঙা বোতল। এই মাঠেই স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা দৌড়ায়। এই জুনিয়ার স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। প্রায় ৩০০ জন ছেলেমেয়ে এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। দীর্ঘ কয়েকদশক আগে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এই বিদ্যালয়ে এরকম ঘটনা প্রথম বলে জানান স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা মধুমিতা মুন্সী। তিনি আরো বলেন, আমি এই স্কুল পরিচালন কমিটির সম্পাদক। আমি কিছুই জানিনা। কে বা কারা এই মাঠ ভাড়া দিলেন। বিষয়টি আমরা মহকুমাশাসককে জানাবো। অন্যদিকে তাপস কুমার দে নামক এক অভিভাবক এই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, এর প্রতিবাদ করবো। অন্যদিকে যার পরিবারের কোনো আত্মীয়র এই বিয়ে ছিল সেই নারায়ণ বালা তো কিছু জানাতেই নারাজ। তিনি যেন কিছুই জানেন না। আর এই বিয়েবাড়ির পরে অপরিষ্কার মাঠকে পরিষ্কার করার কথা জানালেন নায়ারণবাবু। কিন্তু সোমবার কচিকাঁচারা স্কুলে এসেও ফিরে গেল। পঠনপাঠন বন্ধ রইলো।

বাকতা স্কুল পেল মিড ডে মিলের রান্নাঘর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ অবশেষে সমস্যার সমাধান হল। তৈরি হল বাকতা স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নাঘর। এর আগে স্কুলে কোন মিড ডে মিল রান্নার ঘর ছিল না। খোলা আকাশের নিচে রান্না হত মিড ডে মিল। বর্ষায় রান্না হত স্কুলের ভাঙা শ্রেণিকক্ষে। এভাবেই চলছিল বছর দুই। স্কুলের শিক্ষিকা মৌলিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, লিপি খবরের কাগজকে ধন্যবাদ। লিপিতে মিড ডে মিল রান্নার জন্য রান্নাঘর নাই প্রতিবেদন প্রকাশ হতেই স্কুল পেল নতুন রান্নাঘর। স্কুলের প্রধান শিক্ষক

চৌধুরি সিরাজুল ইসলাম বলেন, মিড ডে মিলের রান্নাঘর তৈরি হওয়ায় একটি প্রধান সমস্যার সমাধান হল।

কাঁকসা তৃণমূল ভেঙ্গে বিজেপির কি শক্তি বাড়বে ঃ জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসা নিয়ে শাসকদল চিন্তিত। চিন্তা শুধু দলের জেলা নেতৃত্বের নয় খোদ দলের সুপ্রিমোরও। দলনেত্রী কাঁকসা ব্লকের শাসকদলের বড়মাপের নেতাদের একসাথে কাজ করানোর দায়িত্ব দিয়েছেন দলের শিল্পাঞ্চল সভাপতি ভি শিবদাসনকে। আর শনিবারের বারবেলায় কাঁকসা ব্লক পঞ্চায়েতরাজ সম্মেলনে শাসকদলের জেলার কান্ডারিরা কড়া হাতে দলের নেতাদের বাগে আনার হুঁশিয়ারি দিয়ে দেন। শোকজ করা হয় পশ্চিম বর্ধমানের জেলাপরিষদের সদস্য দেবদাস বক্সি এবং কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি চিন্ময় মন্ডলকে। এরপরেই কাঁকসায় জোর জল্পনা, এই দুই নেতার বিরুদ্ধে দল কড়া ব্যবস্থা নিলে কাঁকসা ব্লক তৃণমূলে ভাঙন ধরবে। জল্পনা এই সব নেতারা অনুগামীদের নিয়ে বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেবে। তৃণমূলের এই বড়মাপের নেতা বিজেপিতে যোগ দিতে চাইলে বিজেপি কি করবে এটাই এখন বিজেপির নীচুতলার কর্মীদের কাছে ধোঁয়াশা থেকে গিয়েছে। বিজেপির নীচুতলার কর্মীদের একাংশের মতে, কাঁকসা ব্লকে তৃণমূল নেতাদের কোন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নেই, তাই তাদের দলে না নেওয়াই উচিত। পানাগড়ের নেতা রমন সিং অবশ্য বলেন, দলে সবার জন্য দরজা খোলা আছে তবে এরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। দলে নেওয়া হবে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতাদের বলে মন্তব্য এই বিজেপি নেতার। তবে বিজেপি নেতা রমন সিং বলেন, শোকজ ভাওতাবাজি যাদের দলটাই দুর্নীতিগ্রস্ত তারা আবার দুর্নীতিগ্রস্তদের দল থেকে বার করবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিজেপির জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দী বলেন, দলে সবাইকেই স্বাগত তবে স্থানীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করে দলে নেওয়া হবে। বিজেপির এই জেলা সভাপতি বলেন, দুর্নীতি বা কেন তাদের দল তাদের বার করে দিচ্ছে তা দেখা হবে। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তবেই দলে নেওয়া হবে বলে জানান এই বিজেপি জেলা সভাপতি। শিল্পাঞ্চল (পশ্চিম বর্ধমান) জেলা বিজেপি সভাপতি লক্ষ্মণ ঘরুই বলেন, সবাইকে স্বাগত, তবে ঝাড়াইবাছাই করা হবে। দুর্নীতির সাথে যুক্ত এমন অভিযোগ থাকলে দলে আদৌ নেওয়া হবে না বলে জানান শিল্পাঞ্চল জেলা বিজেপি সভাপতি। তবে বিজেপি সূত্রে খবর, তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য দেবদাস বক্সিকে দলে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করবে বিজেপি তবে তার জন্য অনুগামীদের নয়। এই সূত্রটি জানাচ্ছে, বাকীদের তেমন সাংগঠনিক শক্তি নেই, উল্টে আছে দুর্নাম।

যাকে নিয়ে দিন কয়েক ধরে কাঁকসার রাজনীতি উথালপাতাল সেই তৃণমূল নেতা দেবদাস বক্সি বলেন, তিনি কোনদিন বিজেপিতে যাবেন না। তিনি কাঁকসা ব্লকে তৃণমূলকে তৈরি করেছিলেন, আমৃত্যু তিনি তৃণমূলেই থাকবেন বলে জানান তৃণমূলের এই নেতা। তবে তিনি বলে, যারা তাঁর বিজেপিতে যাওয়া চাইছেন তারা চাইছেন না তিনি তৃণমূলে থাকুন।

কিষাণ মান্ডিতে দোকানঘর বিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ কালনা ২ নং ব্লকের অধীন কিষাণ মান্ডিতে দোকানঘর বিলির উদ্যোগে গ্রহণ করল সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক মিলন দেব গড়িয়া। সোমবার মিলন দেব গড়িয়া জানালেন যে, ইতিমধ্যে আমাদের কিষাণ মান্ডিতে বাজার বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে ২২টি দোকানঘর। এরমধ্যে দশটি দোকানঘর তাঁদের ব্লকের আটটি গ্রামপঞ্চায়েতের ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। দুইটি দোকানঘর কালনা পৌরসভার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক মিলন দেব গড়িয়া সোমবার এই দোকানঘর বিতরণের জন্য প্রচার অভিযান শুরু করেন।

তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে দোকানঘর বিতরণের জন্য তাঁদের কাছে কয়েকশ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আমরা শিক্ষিত বেকার এবং যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে বসে আছেন। সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যেই দোকানঘর বিতরণ করব। কারণ তাঁরা যাতে ভাল ব্যবসা করতে পারেন এবং ব্যবসা করে লভ্যাংশ তুলতে পারেন সেই রকম যুবকদের আবৃত্তিতে দোকানঘর বিতরণ করা হবে। আরও জানা গিয়েছে যে, এদিন কালনা পুরসভার অনেকেই এই দোকানঘর নেওয়ার জন্য সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রণব রায় জানিয়েছেন যে, তাঁরা চাইছেন কিষাণ মান্ডিতে ব্যবসায়ীরা আসুক এবং একটা জমজমাট বাজারের আকার ধারণ করুক।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ , হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222